অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচীর প্রস্তাব (PPNB)

১। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর নামঃ **অফলাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ কর্মসূচী** (Offline Digital Fertilizer Recommendation Programme: ODFRP)

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

৪। প্রস্তাবিত কর্মসূচির বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭

৫। প্রস্তাবিত কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতাঃ

উদ্দেশ্যঃ

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থান/এলাকাভিত্তিক ভূমি শ্রেণি অনুসারে মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশ সেবা প্রদান।

বিস্তারিত উদ্দেশ্যসমূহঃ

(ক) মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত মৃত্তিকার (ভূমি শ্রেণিভিত্তিক) পুষ্টি উপাদানের বিশ্লেষিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত ইউনিয়নভিত্তিক মাটির উর্বরতার অবস্থা নির্ণয়ের নিমিত্তে ডাটাবেজ বা তথ্য-ব্যাংক তৈরী তথা বিদ্যমান ডাটাবেস নবায়ন।

(খ) তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইউনিয়নভিত্তিক বিভিন্ন ভূমি শ্রেণির মৃত্তিকার উবর্বরতা অনুসারে নির্দিষ্ট ফসলের জন্য সারের চাহিদা নিরূপণসহ সুষম সার সুপারিশ সেবা প্রত্যমন্ত অঞ্চলের কৃষক সমাজ তথা উপকারভোগীদের নিকট পৌঁছানো।

(গ) উপকারভোগী কৃষকসহ কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংস্থার মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মীদেরকে সুষম সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাসহ তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সার সুপারিশ সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

(ঘ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে এই সেবা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের (সরকারী/বেসরকারী) সম্পৃক্তকরণ।

(ঙ) কৃষি ক্ষেত্রে কর্মরত গবেষক/বিজ্ঞানীদের কাজে ব্যবহারের জন্য মৃত্তিকার নির্দিষ্ট এলাকা/স্থান ভিত্তিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে গবেষণাসহ সার সুপারিশ কাজে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ।

যৌক্তিকতাঃ

২০১৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪৯.৭৭ মিলিয়ন এবং মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৫৭ হেক্টর। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার অর্থায়নে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০০-২০১০ সাল পর্যন্ত সময়কালে নগরায়ন, বাঁধ/রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিল্পায়নসহ বিবিধ অবকাঠামো/স্থাপনা নির্মানের কারণে দেশের আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৬৮,৭০০ হেক্টর বা ০.৭২৮% হারে অকৃষি জমিতে পরিণত হয়েছে।

উৎস ও গঠন বৈচিত্র্যের কারণে বাংলাদেশের মাটির ভূমি শ্রেণিভেদে তারতম্য থাকায় বিভিন্ন এলাকায় মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের ভিন্নতা রয়েছে। তাছাড়া বিরতিহীন চাষাবাদ এবং একক ফসল (ধান) ক্রমাগত চাষ করার ফলে মাটিতে ফসলের কোন কোন উপাদানের ঘাটতি তৈরী হয়েছে। ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারসহ রাসায়নিক সারের ব্যবহার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ফসলের চাহিদা অনুযায়ী রাসায়নিক সার পরিমিত ব্যবহার করা না হলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা ভয়াবহভাবে কমে যাবে। যা দেশের খাদ্য চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এ বিবেচনায় স্থানভিত্তিক মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের তথ্য-উপাত্তের আলোকে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার প্রয়োগ করা হলে একদিকে যেমন ফসল উৎপদান বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বজায় থাকবে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য একান্ত জরুরী। এজন্য প্রয়োজন মৃত্তিকার স্থান/এলাকাভিত্তিক পুষ্টি উপাদানের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠানলগ্ন থেকে মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে ভূমির শ্রেণিবিন্যাসপূর্বক মৃত্তিকা সনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভূমি ও মৃত্তিকার এলাকাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত ইনভেন্টরী তৈরীতে নিয়োজিত রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৯৬২-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO) এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচীর (UNDP) অর্থায়নে প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ (Reconnaissance Soil Survey) সম্পন্ন হয়। জরিপলব্ধ তথ্য উপাত্ত পরবর্তীকালে জেলাভিত্তিক (তৎকালীন মহকুমা) সর্বমোট ৩৪টি প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপলব্ধ এ সকল তথ্য-উপাত্তের ব্যবহার কেবল পরিকল্পনা প্রণয়নকল্পে উন্নয়ন সংস্থা এবং গবেষক-শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় কৃষক পর্যায়ে প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপলব্ধ তথ্য-উপাত্তের উপযোগীতা তেমন একটা ছিল না। তবে পরবর্তীকালে ড্যানিশ উন্নয়ন সংস্থা বা DANIDA-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত Strengthening of Soil Resource Development Institute শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা

জরিপের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র সম্বলিত ভূমি ও মত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা) প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপলব্ধ তথ্য উপাত্ত Baseline Information (বা মৌলিক তথ্য উপাত্ত) হিসেবে মৃত্তিকা জরিপ কাজে ব্যবহৃত হয়। ফলশ্রুতিতে ২০০২ সাল নাগাদ সর্বমোট ৪৫৯ টি উপজেলা নির্দেশিকা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মুদ্রণের মাধ্যমে সমগ্র দেশের উপজেলাভিত্তিক ভূমির বৈশিষ্ট্য ও মৃত্তিকার গুণাগুণের এক সুবিশাল তথ্য ভান্ডার তৈরী হয়।

উপজেলা নির্দেশিকায় এলাকাভিত্তিক প্লাবনের গভীরতা অনুসারে ভূমি শ্রেণি, ভূমির পানি নিষ্কাষণ শ্রেণিসহ ভূমি শ্রেণিভিত্তিক মৃত্তিকার বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী সন্নিবেশিত হওয়ায় এবং উপজেলার মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্রায়িত হওয়ার ফলে এটি এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক। নির্দেশিকায় সন্নিবেশিত স্থানভিত্তিক মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের মান অনুসারে মাটির উর্বরতা নির্নয়ে সহায়ক হওয়ায় বিএআরসি কর্তৃক প্রণীত ‘ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন গাইড’ অনুসরণপূর্বক ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সারের পরিমাণ নিরূপণে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশিকার তথ্য-উপাত্ত ইতোমধ্যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির কারণে বিভিন্ন এলাককায় প্লাবনের গভীরতার পরিবর্তন ঘটেছে। ভূমি শ্রেণির পরিবর্তনের পাশাপাশি ফসল উৎপাদনযোগ্য জমির অপরিকল্পিত ব্যবহার, একই জমিতে ক্রমাগত ধান চাষ, ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, রাসায়নিক সারের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং নদী ভাঙ্গনজনিত ভূমিক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে ইতোপূর্বে প্রণীত উপজেলা নির্দেশিকাসমূহে বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত নবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে ২০০৬ সালে থেকে শুরু করে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে Soil Resource Management and Farmers’ Services (SRMAF) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৮৭টি নবায়নকৃত নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন (২০১৩-২০১৬) SMFS প্রকল্পের আওতায় আরও ৯০টি উপজেলা নির্দেশিকার তথ্য-উপাত্ত নবায়ন সম্পন্ন হবে। মাঠ পর্যায়ে কৃষকের জমিতে নির্দেশিকায় সন্নিবেশিত মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের বিশেস্নষিত ফলাফল ব্যবহারের মাধ্যমে সুষম সার ব্যবহার করে ২৫-৪০% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে সুষম সার ব্যবহার করে এরূপ ফলন পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, উপজেলা নির্দেশিকাসমূহে সন্নিবেশিত মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের মান নির্দেশক উপাত্তসমূহ ব্যবহার করে ইন্টারনেট প্রযুক্তিভিত্তিক Online Fertilizer Recommendation System (OFRS) প্রবর্তনের মাধ্যমে মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানী বাংলালিংক, গ্রামীণ ফোনের Customer Information Service Center (CISC) এবং UISC Union Information Service Information Service Centre (UISC) এর সহায়তায়

উপকারভোগী তথা কৃষক পর্যায়ে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সার সুপারিশ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং কৃষক পর্যায়ে সমাদৃত হয়েছে। উপজেলা নির্দেশিকা সময়োপযোগী করার জন্য নির্দেশিকার তথ্য-উপাত্তসমূহ হালনাগাদকরণের পাশাপাশি OFRS এ ব্যবহৃত ডাটাবেজে সংশ্লিষ্ট উপজেলার তথ্য-উপাত্ত নবায়ন কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। ফলে OFRS এর ডাটাবেসে যখনই কোন উপজেলার মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের বিশ্লেষিত ফলাফল নবায়ন হবে ইন্টারনেট প্রযুক্তির সহজলভ্যতার ভিত্তিতে ঐ উপজেলার কৃষক তথা উপকারভোগী সকলে তাৎক্ষণিকভাবে নির্দিষ্ট ফসলের জন্য সার সুপারিশ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে ইন্টারনেট সুবিধা চালু হয়নি সেখানে OFRS এর মাধ্যমে সার সুপারিশ সেবা গ্রহণ কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাছাড়া নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে অসুবিধা কিংবা ইন্টারনেট ব্যবহারে প্রযুক্তিগত কোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলেও OFRS এর সার সুপারিশ সেবা গ্রহণ সম্ভব হবে না। এ বিবেচনায় কৃষক ও উপকারভোগীদের নিকট সেবা সহজলভ্য রাখার জন্য ইন্টারনেটভিত্তিক OFRS এর পাশাপাশি Offline Digital Fertilizer Recommendation Service প্রবর্তন করার বিবেচনাযোগ্য যৌক্তিকতা রয়েছে। এই সেবা প্রবর্তনের ফলে প্রতিটি ইউনিয়নে বিদ্যমান ভূমি শ্রেণিসমূহের মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের সর্বশেষ তথা হালনাগাদ উপাত্ত ব্যবহার করে প্রত্যন্ত ও অনগ্রসর এলাকার কৃষক ও উপকারভোগীদের নিকট সুষম সার সুপারিশ সেবা প্রদান সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে OFRS এর ডাটাব্যাংক নবায়ন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৬। NSAPR বা মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রস্তাবিত কর্মসূচীর সংশ্লিষ্টতাঃ

প্রসস্তাবিত কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হলো, এসআরডিআই-এর সৃষ্ট ভূমি ও মৃত্তিকা উর্বরতা তথ্য ব্যবহার করে মত্তিকা পরীক্ষা ভিত্তিক ফসলের সার সুপারিশ সেবা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততার সাথে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। এ সেবা অধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নে এবং কৃষি তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রস্তাবিত কর্মসূচী কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ১ (Ensure food security through increasing food production and increase in crop productivity and profitability) ও ৩ (Appropriate agricultural land resource management, development and conservation) এবং লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর আওতায় গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ (Activities) এবং কার্যক্রমসমূহের ফলাফল (Output)/প্রভাব (Outcome)t

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activities)	ফলাফল (Output)	প্রভাব (Outcome)
১.	সুনির্দিষ্টভাবে স্থানভিত্তিক মৃত্তিকা উর্বরতা নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি শ্রেণি অনুযায়ী মৃত্তিকা সনাক্তকরণপূর্বক সংশিস্নষ্ট ইউনিয়নের মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র প্রণীত হবে। জরিপকালে সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনা গবেষণাগারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থানভিত্তিক মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের মান নির্ণয়ের ফলে মাটির উর্বরতা শ্রেণি নিরূপণ করা হবে।	ফসলের চাহিদা অনুসারে মাটির স্থানভিত্তিক উর্বরতাশ্রেণীর ভিত্তিতে সার সুপারিশ সেবা প্রদানসহ মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী প্লটের ফসলের জন্য সুষম সারের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হবে। সুষম সার ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
২.	অফলাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ সেবা প্রদানের জন্য সফটওয়্যার তৈরী	ইউনিয়নভিত্তিক বিভিন্ন ভূমি শ্রেণির মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের ডাটাবেজ তৈরীসহ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফসলের উচ্চ ফলনমাত্রার জন্য সুষম সারের পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক কৃষক ও উপকারভোগীদের নিকট সহজে ও অতি অল্প সময়ে সার সুপারিশ সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	প্রাস্তাবিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সুবিধা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে Online Fertilizer Recommendation System (OFRS) ভিত্তিক সার সুপারিশ সেবা গ্রহণ সম্ভব নয় সেখানে সার সুপারিশ সেবা প্রদান সম্ভব হবে। তাছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহারে দীর্ঘ মেয়াদী কোন যান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেও উপকারভোগী তথা কৃষক পর্যায়ে সার সুপারিশ সেবা প্রদানে কোন সমস্যা হবে না।
৩.	প্রকাশনা ও মুদ্রণ	ইউনিয়নভিত্তিক ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র, মাঠ জরিপলদ্ধ তথ্য-উপাত্ত	কৃষক ও উপকারভোগী তাঁর নিজের জমির ভূমি শ্রেণি, নিষ্কাশন শ্রেণি, মৃত্তিকার ভৌত

ক্রমিক নং	**কার্যক্রম (Activities)**	**ফলাফল (Output)**	**প্রভাব (Outcome)**
		(ভূমি ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য সংক্রামস্থ) এবং ইউনিয়নে বিভিন্ন ভূমি শ্রেণি উপযোগী প্রধান প্রধান ফসলের উচ্চ ফলনমাত্রার জন্য সুষম সারের সুপারিশ সম্বলিত ইউনিয়ন সহায়িকা (Union Guide) মুদ্রিত হবে। সুষম সার ব্যবহারের উপকারিতা বিষয়ক লিফলেট, পোস্টারসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল মুদ্রিত হবে।	ও রাসায়নিক গুণাগুণসহ মাটির উর্বরতামান সহজে জানতে সক্ষম হবেন। ভূমি শ্রেণি অনুযায়ী উপযোগী ফসল নির্বাচনসহ কাঙ্খিত ফলন লাভের জন্য সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে পারবেন। ফলে ফসল উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয়ী হবে।
৪.	মাঠ প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস পালন (সংখ্যা-১১৪টি)	মাটির পুষ্টি উপাদানের মানভিত্তিক উর্বরতা শ্রেণি অনুসারে ফসলের উচ্চ ফলনমাত্রার জন্য সুষম সারের প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্খিত উৎপাদন লাভজনক হওয়ার বিষয়টি মাঠ পর্যায়ে কৃষক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রদর্শন করা হবে। মাঠ দিবস পালনের মাধ্যমে কৃষকগণ সরেজমিনে সুষম সারের উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত হবেন।	মাটি পরীক্ষার ফলাফল ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুষম সার সুপারিশ সেবা গ্রহণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক উদ্বুদ্ধ হবেন। ফলে সুষম সার ব্যবহার সংক্রান্ত ধারণা অতি দ্রুত প্রসার লাভ করবে।
৫.	ডাটা এন্টি ও সফটওয়্যার ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	ক) ডাটা এন্টি কাজে সহায়ক (মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে কর্মরত) কর্মচারীগণ কর্তৃক ডাটাবেস হালনাগাদকরনের জন্য ডাটা এন্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জিত হবে।	ক) সফটওয়্যারের ডাটাবেসে সঠিকভাবে এবং যথাসময়ে ভূমি ও মৃত্তিকার তথ্য-উপাত্ত নবায়ন হবে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activities)	ফলাফল (Output)	প্রভাব (Outcome)
		খ) ইনস্টিটিউটের জেলা, আঞ্চলিক কার্যালয় ও গবেষণাগারে কর্মরত কারিগরী কর্মকর্তাগণ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সফটওয়ার ও সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজ ব্যবহারের মাধ্যমে সার সুপারিশ প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	খ) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কারিগরী কর্মকর্তা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সহজে এবং স্বল্প সময়ে সার সুপারিশ সেবা প্রদানে সক্ষম হবেন এবং প্রান্তিক পর্যায়ে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম হবেন।
		গ) সরকারী/বেসরকারী সংস্থার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ডিজিটাল সার সুপারিশ সেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।	গ) যেখানে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সার সুপারিশ সেবা প্রদান সম্ভব হবেনা সেসব এলাকায় কৃষক ও উপকারভোগী কর্তৃক এ সেবা গ্রহণের সুযোগ তৈরী হবে।
৬.	কম্পিউটার, ও অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	এসআরডিআই-এর জেলা পর্যায়ে সংগৃহীত ডাটা এন্ট্রির জন্য কম্পিউটার এবং প্রচারের জন্য মাল্টিমিডিয়া সংগ্রহ করা হবে।	উন্নত পরিবেশে আধুনিক পদ্ধতিতে ডাটা এন্ট্রি ও প্রচার কার্যাদি সম্পাদন করা সম্ভব হবে।